তারিখ 10 DEC 1990 ... ...
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 9 ...

দৈনিক খবর

29

এইচএসসি'র ফলাফল বিশাল এ ব্যর্থতা

মাসুদ সেজান

দোষটা আসলে কার? না, দোষটা কারো একার নয়, সমষ্টির। ছাত্ররা লেখাপড়া করেনি, ফেল করেছে। শিক্ষকরা ভালো যত্ন আর দায়িত্ব নিয়ে জ্ঞান দেয়নি- ছাত্ররা ফেল করেছে। সর্বোপরি সরকারের সুষ্ঠু শিক্ষানীতির অপ্রতুলতা, সীমাবদ্ধতার জন্য ছাত্ররা ফেল করেছে। পরীক্ষা যেখানে আনুষ্ঠানিক, পাস- ফেল সেখানে অনিবার্য। কিছু ছাত্র ফেল করবে তাতে পাওয়ারসম্পন্ন চশমা চোখে দিয়ে দেখার কারণ দেখি না। তবে বিস্মিত হই যখন দেখি প্রায় সব ছাত্রই ফেল করেছে। শতকরা ১৩% পাসকে আমি কিভাবে সাফল্যের পাস হিসেবে চিহ্নিত করি? সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএসসি (পাস) পরীক্ষায় ফেলের অংশে ছিল ৮৭%। এই লজ্জা জাতির জন্য। সবকিছুর মধ্যে একটা ভারসাম্য থাকা দরকার। প্রকৃতি ভারসাম্য হারালে ভূমিকম্প হতে পারে আর শিক্ষা ব্যবস্থায় ভারসাম্য হারালে জাতি নিশ্চিহ্ন হতে পারে। কোন কিছুরই ভারসাম্যহীনতা শুভ নয়। বিশেষ করে পরীক্ষার ফলাফলের।

সম্প্রতি দেশের চারটি শিক্ষাবোর্ডের এইচএসসি'র ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। এমনটি আগে কখনো হয়নি। এবারই রহস্যজনকভাবে পৃথক তারিখে ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। তাতে একটা প্রশ্নবোধক হতাশা আমাদেরকে অক্টোপাসের মতো ঘিরে ফেলেছে। ব্যর্থতা কার এই মুহূর্তে পরিষ্কার নয়। ছাত্ররা বলছে, শিক্ষকরা ভালো শেখান না। সেশন জট জটিলতা, যখন তখন কলেজ বন্ধ হয়ে যাওয়া এসব কাটিয়ে ভালো রেজাল্ট করা সম্ভব নয়। শিক্ষকদের অভিযোগ, ছাত্ররা না পড়লে তো ফেল করবেই। আসলে এভাবে কাউকে দোষ দেয়া যায় না। তদন্ত ছাড়া বিচারের রায় দেয়া যেমন ঠিক না। কিন্তু এত ব্যর্থতা নিয়ে আমরা দাঁড়াবো কোথায় ঢাকা বোর্ডের ৯৮ হাজার ৮১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে মাত্র ৩১ হাজার ৬০ জন। পাসের হার ৩১.৬৭। ১২ তারিখে কুমিল্লা বোর্ডের ফলাফলে দেখা গেল আরো একধাপ নিচের জটিলতা। ৩০% পাসের হার এখানে। মোট পরীক্ষার্থী ৭৩ হাজার ২২৪ জনের মধ্যে কৃতকার্য ২২ হাজার ২০২ জন মাত্র। অনুরূপ হতাশা আর ব্যর্থতা নিয়ে ১৪ তারিখে ঘোষণা করা হলো যশোর বোর্ডের ফলাফল। এই বোর্ডে ২৮.১৭% কৃতকার্য। সরকার এবং অভিভাবকমহল কিভাবে নিলেন তা আমার জানা নেই। মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৫৬ হাজার ২৯২ জন তার মধ্যে পাসের সংখ্যা ১৫ হাজার ৮৫৯ জন। সবশেষে রাজশাহীর ফলাফল আমাকে সত্যিই লজ্জিত করে তুলেছে। এ কোন্ দেশে আমরা বাস করছি? অতীত ঐতিহ্য আমাদের কোথায়? শিক্ষার এহেন অবস্থা? এখন যে ব্যর্থতার পরিচয় আমরা দিচ্ছি তার দায়ভার জাতিকেই বহন করতে হবে। ৬৬ হাজার ৭৭৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে এখানে ফেল করেছে ৪৮ হাজার ৭৭৯ জন। পাসের হার লজ্জাজনকভাবে ২৭.৩৯%।

প্রথমে নজর দেয়া দরকার শিক্ষা ব্যবস্থার মান বর্তমানে কোন্ পর্যায়ে? এবারের ফলাফল ঘোষণা করবার পর পত্রিকায় কয়েকজন কৃতী ছাত্র ছাত্রীর সাক্ষাৎকার পড়লাম। তাদের চিন্তা-চেতনা, কথা বলার গভীরতা আমার ভালো লাগেনি। মাত্র কয়েক বছর আগেও যদি আমরা একই কাজে ফিরে যাই তাহলে দেখবো এই দুই সময়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান আছে। এর অর্থ এই নয় যে, এইসব সেরা ছাত্র ছাত্রী অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী। বরং এটুকু বলা চলে ক্রমাগত পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে নিমগ্ন থাকা এবং গৃহশিক্ষকের বলয়ে বন্দী থাকার দরুন এদের অনেকেরই মেধা বিকশিত হচ্ছে না। ক্ষতিটা সেখানেই। এবং এই ক্ষতি দেশের ভবিষ্যতের জন্যও বটে। এম এ পাস করলেই আমি তাকে শিক্ষিত বলতে নারাজ, যদি না সে প্রকৃত অর্থে চিন্তা-চেতনায় শিক্ষিত হয়। উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় তারা পুঁথিগত বিদ্যায় শিক্ষিত হওয়ার চেয়ে প্রযুক্তিগত বিদ্যায় অধিক শিক্ষিত। এবং এই উদ্যোগ ও ব্যবস্থা ব্যক্তিকে যেমন অধিক সচেতন, জ্ঞানী করে গড়ে তোলে, তেমনি অন্যদিকে এই ব্যবস্থা দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর নিঃসন্দেহে।

যাই হোক যা বলছিলাম, এই মুহূর্তে এইচএসসি'র ফলাফল আমার মত অনেককেই ভাবিয়েছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হল এসএসসি আর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হল এইচএসসি। এইচএসসি অধিক গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এই পরীক্ষার পরই ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ জীবনের রূপরেখা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়। কাজেই এখানে হবে মেধার যাচাই। কিন্তু এ মেধার যাচাই-এ আমরা প্রতিবারই একটু একটু করে অধোগতিই লক্ষ্য করছি। ভালো রেজাল্টের অধিক মন্দ রেজাল্ট। অবশ্য এ কথা সত্য, কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এবার অতুলনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। কিন্তু অন্যদিকে দেখা যায় কোন কোন কলেজ থেকে একজনও পাস করেনি। প্রথম বিভাগের তুলনায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে পাসের সংখ্যা বেশী। একটি উদাহরণ দেয়া যায়। এবার রাজশাহী বোর্ডে কৃতকার্য ১৭ হাজার ৯৯৫ জনের মধ্যে ১ম বিভাগ ১ হাজারের কিছু বেশী মাত্র।

এই পরীক্ষার গড়পরতা পরিসংখ্যানের মধ্যে যে আশংকাজনক সত্য লুকিয়ে আছে তা হল, শহরের কয়েকটি হাতে গোণা কলেজ ভালো ফল দেখিয়েছে। গ্রামাঞ্চলের কলেজগুলোর অবস্থা বড় ভয়ানক। ভালো রেজাল্ট এখন কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া এখতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর পঠন-পাঠন পরিস্থিতি যে কত নিচে নেমে গেছে

৫-এর পাতায় দেখুন